www.bhuiyan.com

ঢাকা শহরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কাউছার ভূইয়াঁ

দৈর্ঘ দুই মাইল এবং প্রস্থ এক মাইলের কিছু বেশী হিসেবে ঢাকা শহর বিস্তৃত নহে। ইহাকে দুইটি বড় রাস্তা বিভক্ত করিয়াছে। একটি পূর্ব-পশ্চিম লম্বা এবং অপরটি উত্তর-দক্ষিণে। এখানকার কাছারী মহাবিদ্যালয়, পাঠশালা ও অফিন প্রায় সমস্তই একস্থানে অবস্থিত।...

এই শতকের গোড়র দিকেই ঢাকা শহর সম্পর্কে বঙ্গদর্শনের এক বর্ণনা এরকমই। তখনকার ঢাকা খুব বড় ছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য। সারা শহর জুড়ে ছিল উঁচু উঁচু গাছ, এখন যেমন উঁচু উঁচু দালান। ১৯০৬ খ্রীষ্ঠাব্দের ঢাকা সম্পর্কে হৃদয়নাথ লিখেছেন, ”বন্যজন্তুর আবাসস্থল ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আশেপাশের জলাজঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে।... রমনার বনভূমিতে বড়লোকেরা যত পারছে জমি কিনছে, বাড়ি বানাচ্ছে।” অর্থ্যৎ মোটামুটি জলাজঙ্গলই ছিল তখনকার ঢাকার মূল অংশ। আর ছিল খাল বিল ঝিল। দোলাইখাল, তেতুল ঝোড়ার খাল, যাত্রা বাড়ির খাল, মতিঝিল। আজ সেসব টিকে আছে নামে। দোলাইখাল এখন ধোলাইখাল আর সেখানকার লোহা-লক্করের স্তুপের নীচ থেকে পুরোনো স্রোতস্বিনীকে খুঁজে বের করা পন্ডশ্রম। কিংবা নওয়াবগঞ্জ। ১৮৬৪ খ্রীষ্ঠাব্দে ঢাকায় বেড়াতে আসা হৃদয়নাথ মজুমদার লিখেছিন, ”মানিকগঞ্জ থেকে যে সব নৌকা (ঢাকায়) আসত সেগুলো ভিড়ত লালবাগ ঘাটে। নওয়াবগঞ্জ চরের কোন অস্তিত্বই ছিল না।” অস্তিত্ব পেয়েছে যেমন অনেক নূতন নূতন এলাকা, তেমনি হারিয়ে গেছে পুরনো আনেক কিছু। উনিশ শতকের শেষদিকে ঢাকার অভিজাত এলাকা ছিল ওয়ারী। গেন্ডারিয়াও ছিল ভদ্রলোকদের কোলনি। টিকাটুলিও ছিল উন্নত এলাকা। সে সময়ের ঢাকার এখন হতশ্রী অবস্থা। সেই রোশনাই আর পাওয়া যাবে না। আর্মেনিটোলার ঘটার আওয়াজ আর শোনা যাবে না। পিলখানা থেকে যখন তখন ভেসে আসবে না হাতির গর্জন। ঢাকার হাতিখেদা খুব বিখ্যাত ছিল। হৃদয়নাথ লিখেছেন, ”১৯৬৪ সালে আমি যখন ঢাকা আসি তখন হাতিখেদার কাজ চলছে পুরোদমে। প্রথমে আমি যখন পিলখানায় যাই তখন সেখানে ছিল ১৫০টি হাতি।” হাতির পাশাপাশি ঘোড়াও ছিল। রেসকোর্সে কাপ্তান ওয়ার্লোর ঘোড়া গনি মিয়ার ঘোড়াগুলোকে টপকে যাওয়ার সময় যে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তো দর্শকদের মাঝে তার তুলনা মেলা ভার।

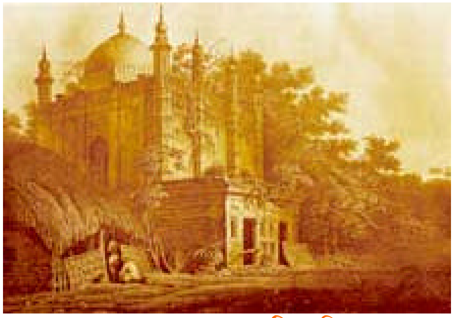

মগবাজার সড়কে একটি মস্‌জিদ

এমন আরও অনেক স্মৃতিচিহ্ন হারিয়ে গেছে সময়ের সাথে সাথে। হয়ে গেছে স্মৃতি। টিকে আছে ইতিহাসের পাতায় পর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে। তাদের চোখেই আমরা দেখে নিতে পারি আদিকালের ঢাকার চেহারা ছবি কেমন ছিল। যেমন বঙ্গদর্শনের ঐ প্রতিবেদন থেকে।

কিন্তু বঙ্গদর্শনের কথা থাক। আগের দিনের ঢাকাকে বোঝার জন্য আমারা বরং আরেকটু পেছনে যাই। আরো আগে যারা এখানে এসেছেন তারা ঢাকাকে কেমন দেখেছিলেন। মোঘলদের সময় শহর হিসাবে গড়ে উঠলেও এর আগে ঢাকায় লোকবসতির নমুনা পাওয়া যায়। যতীন্দ্রমোহন রায়ের মতে, ইতিহাসে তার উলেখযোগ্য সূচনা ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই। বাংলা ১৩১৯ সালে প্রকাশিত তার ঢাকার ইতিহাস বইয়ে তিনি লিখেছেন, ”ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকায় মোঘল সেনাদের আগমন ঘটে। সপ্তদশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। রাজধানী স্থাপনের পর হইতে ঢাকার রাজপ্রসাদ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসিত হইত। দিলীর সম্রাটের বংশধর ও প্রধান প্রধান আমীর ওমারহগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকার্যে কৃতিত্ব ও নৈপুন্য প্রদর্শন কারিয়া ঢাকার সুবাদারী পদ লাভ কারিতে পারিলে কৃতার্থন্মন্য হইতেন।”

১৬১৫ খ্রীষ্ঠাব্দে জোয়াও দ্য বারাসের রেখাচিত্রে আঁকা রয়েছে। আর আবুল ফজলের আকবারনামাতে জমিদারদের সঙ্গে মোঘলদের যুদ্ধের বিবরণ প্রসঙ্গে একাধিক বার ঢাকার কথা উলেখ কারা হয়েছে। তখন এটাকে অবশ্য

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌঁছে দিন আমাদের মাধ্যমে।
এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন।
যে কোন তথ্যের জন্য ও আপনার মতামত জানিয়ে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযেগ করুন। সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

www.bhuiyan.com

থানা বলে উলেখ করা হয়েছিল। এখানে যে একজন থানাদারই নিয়োগ করা হয়েছিল তারও উলেখ রয়েছে আকরারনামতে। এটাকেই আজকের ঢাকার প্রতিষ্ঠালগ্ন বলে ধরা হয়ে থাকে।

ঢাকা মোঘল রাজধানী হয়েছিল সুবে বংলার। তারও কিছু ঐতিহ্যাসিক কারণ রয়েছে। তবে রাজমহল ছেড়ে মোঘলরা কোন ঢাকায় এসেছিল তার এককেরকম ব্যাখ্যা রয়েছে। কেউ বলেছেন, মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুদের হাত থেকে রেহই পাওয়ার জন্য; কেউ বলেন, ভাটির জমিদারদের দমন করার জন্য... ইত্যাদি।

১৬১০ সালের ইসলাম খাঁন এসে নাম রাখলেন জাহাঙ্গীরনগর। জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে একে প্রথম দিকে ঢাকা বললেও পরে একে জাহাঙ্গীরনগর বলেছিলেন। কিন্তু মর্মন্তিক হলোও সত্য যে, সেই নাম বেশীদিন টেকেনি। সেই নামে বড়জোর টিকে আছে একটি বশ্ববিদ্যালয় আর রাজধানী হিসাবে টিকে আছে ঢাকা নামটিই। শাহ সুজা সুবোদার হওয়ার পর ১৬৪০ সালে রাজধানী আবার চলে গিয়েছিল রাজমহল। পরে মীর জুমলা ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৫ সালের দিকে মুর্শিদ কুলি খাঁ আবার রাজধানী মুর্শিদাবাদে সারিয়ে নেন।

ঢাকা শহরের পার্শবর্তী এলাকা

ঢাকার প্রথম সরকারী বাড়ি ছিল সম্ভবতঃ একটা দূর্গ, ইসলাম খাঁনের আমলে নির্মাণ করা হয়েছিল সেটা। আরো কিছু দালান কিছু রাস্তাঘাট গড়ে উঠেছিল একে কেন্দ্র করে। যেমন উর্দু রোড, এটি মূলতঃ সৈন্যরা ব্যবহার করত। দিলীতেও মোঘল দূর্গের পাশে এই নামে একটি রাস্তা আছে। এছাড়াও সেসময়ে তৈরী হয়েছিল বকসি বাজার, মেগলতলী (মোগলটুলী), পিলখানা। এটা ছিল হাতির আস্তাবল, আতসখানা (কামান-বন্দুক তৈরী ও গুদামজাত হত এখানে) মাহুততলী ইত্যাদি।

কায়েততলীও সে সময়ের পত্তন। এখানে কায়স্থরা বসবাস করতেন। তারা মূলতঃ ছিলেন সরকারী করণিক। সরকারের চাহিদার কারণেই যে ঢাকার পত্তন সম্ভব হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোঘল সৈন্যদের পিছু ধরেই বণিকদের নৌকাগুলো এসেছিল।

তখন ঢাকার সীমানা কোথা থেকে কতটুকু ছিল তার সঠিক হিসাবটা পাওয়া যায়নি। তবে সুবাদার ইসলাম খাঁনের দূর্গ আন মীর্জা নাথানের বাড়ির মাঝখানে একটা পাকুর গাছেল উলেখ করেছিলেন মীর্জা নথান। এটিকে ঐতিহাসিকরা এখন পুরেনা ও নূতন ঢাকার সীমানা বলে উলেখ করেছিলেন। জায়গাটার নাম আগে ছিল পাকুরতলী, বর্তমানে বাবুবাজার। ইসলাম খাঁনের এলাকাটা ছিল বর্তমানের কেন্দ্রীয় জেলখানা এলাকায়। মীর্জা নাথান উলেখ করেন যে, তিনি বাস করতেন নদীর তীরবর্তী এলাকায়।

শহরটা তখন পশ্চিমে চকবাজার থেকে পূর্বে সদরঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইসলাম খান ঢাকার খুব বেশী উন্নতি সাধন করতে পারেননি সম্ভবতঃ সময়ের অভাবে। ঢাকায় আসার পর তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র তিন বছর।

ইসলাম খাঁনের পরে কাসেম খাঁনের হাতে ঢাকার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। এর পরে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খাঁন সুবাদার হলে এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের বেশ প্রসার ঘটে। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নিকট ঢাকাই মসলিন নিয়মিত পাঠানো হতো। তিনি মসলিনের খুব কদর করতেন। ঢাকার মসলিন তখন খুব বিখ্যাত। যতীন্দ্রমোহন রায় লিখেছেন, "শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের আমলে দিলীর বেগম মহলে ঢাকাই মসলিন একধিপত্য লাভ করেছিল; যাহাতে এই মসলিন বাহিরে যাইতে না পারে তাহার জন্য ইহারা রাজাদের প্রচার করিতেও কুতি হন নাই।"

শাহজাহান বিদ্রোহ করার সময় ইব্রাহিম মারা যান। এরপর শাহজাহান নৌকায় চড়ে ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি তার মনমতো শাসনকর্তা নিয়োগ করে যান। পরে আরো অনেক উত্থান-পতন ঘটে গেছে ঢাকার ওপর দিয়ে। তবে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ঢাকার গুরুত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৪০ সালে পাদারি মানরিক এসে এ শহর সম্পর্কে লিখেছেন, এটাই বাংলার প্রধান শহর। তিনি উলেখ করেছেন, এ শহরের একদিকে নারিন্দা, ফুলবাড়িয়া তারপর রয়েছে খ্রীষ্ঠান পলী। এ থেকে বোঝা যায় ত্রিশ বছরে শহরটা দ্বিগুন বেড়ে গেছে। বেশী বেড়েছে পশ্চিমে। ব্যবসা বাণিজ্য যে এর অন্যতম কারণ সেটাও মানরিকের লেখা থেকে বোঝা যায়। ১৬৬৬ সালে টাভার্নিয়ার ঢাকা এসেছিলেন। তার বর্ণনায় দেখা যায় ঢাকার লোকেরা তখন বাড়ি নদীর ধারে বানাতেই পছন্দ করতো। বিশেষ করে অভিজাতদের মধ্যে নদীর তীরে বাড়ি তৈরীর প্রবণতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ফলে নদীর তীর ধরে লম্বা শহর গড়ে উঠেছিল। শায়েস্তা

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌছে দিন আমাদের মাধ্যমে। এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন।
যে কোন তথ্যের জন্য ও আপনার মতামত জানিয়ে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযেগ করুন। সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

www.bhuiyan.com

খাঁনের সময়ে বাড়ি তৈরীর হিড়িক পড়ে যায়। তখন শহরটা ছিল দুক্রোশ লম্বা। শহরের ঘরবাড়ি উলেখ করার মতো ছিল না। পোক্ত বাড়ি বানাতেন ওলন্দাজ আর ইংরেজরা তাদের পণ্যেও সুরক্ষার কাথা ভেবে।

মীর জুমলার আমলে ঢাকায় এসেছিলেন নিকোলাই মানুচ্চি। তিনিও বলেছেন, ঢাকা শহর বড় বা শক্ত নয়, তবে অনেক লোক এখানে বাস করে। এখানকার প্রায় সব বাড়ীই খড়ের তৈরী সে কথাও উলেখ করেছেন তিনি।

টমাস বাউরি ঢাকায় এসেছিলেন সম্ভবতঃ ১৬৭৮ সালের পর। ততদিনে ঢাকা উত্তর টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। শায়েস্তা খাঁনের কল্যাণে শহরের চেহারাও পাল্টে গেছে অনেকখানি। বউরি লিখেছেন যে, ঢাকা প্রায় ৪০ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে বড় আর চমৎকার। এর মধ্যে সুন্দর অনেক বাড়ি আর লোক আছে। এখানে ধনী লোকেরা অনেক হাতি আর সঙ্গে অনেক সৈন্য রাখে।

ঢাকার আশেপাশের বাড়ীঘড়

ইংরেজ আর ওলন্দাজদের কুঠিরও উলেখ করেছেন বাউরি। ইংরেজদের কুঠি প্রথম শুরু হয়েছিল ১৬৬৬ সালে। প্রথম ছিল তেজগাঁওতে। ১৬৬৩ সালের মধ্যে ঢাকার কুঠি বানিয়েছিল ওলন্দাজরা। এরাও তেজগাঁওতে কুঠি তৈরী করেছিল। নানা অসুবিধার কারণে পরে বুড়িগঙ্গার ধারে আরেকটি করে। পরে সেখানটাতেই আজকের মিটর্ফোড হাসপাতাল কারা হয়েছিল। টাভার্নিয়ারের ভ্রমণ বিবরণে এর উলেখ আছে।

মোঘল আমলেই ঢাকায় এসেছিলেন আর্মেনিয়ারা। এরা যে স্থানে বসবাস করতেন তার নাম আর্মানিটোলা। আর্মেনিয়ানদের দোকনপাট ছিল পাটুয়াটুলি, বাংলাবাজার এসব এলাকায়। ১৮৫৬ সালে এরাই ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ি চালু করেন। তখন যে কয়েকটি পরিবার বাস করতো এখানে তার মধ্যে উলেখযোগ্য হলো পোগজ, আরাতুন, পানিয়াটি, মানুক ও সার্কিস। ১৮৬৮ সালে ঢাকার জমিদারদের মধ্যে ৫ জনই ছিলেন আর্মেনি-পোগজ, পানিয়াটি, স্টোফান, লুকাস, হার্নি। লুকাস ছিলেন দৌলত খাঁর জমিদার। আর্মেনিরা ঢাকায় চমৎকার সব বাড়ি বানিয়েছিলেন। যেমন আরাতুনের রুপলাল হাউস। বর্তমান আণবিক শক্তি কমিশনের ভবনের স্থলে ছিল তখন বাগানবাড়ি। সদরঘাটের যে বাড়িতে খন বাফা সেটা ছিল পোগজের। পরে এটি কিনে নেন নীলকর ওয়াইজ। ১৬৪০ সালে এই হিসাব দিয়েছিলেন তিনি। ১৭৮৬ সালে ঢাকা কালেক্টর ঐ একই হিসাব দেন। আরো মজার ব্যাপার ১৮০০ সালে জন টেইলর নামে কোম্পানীর একজন ইংরেজ ঐ দু'লাখ লোকের কথাই বলেছেন। টেইলরের হিসাবটা কোতোয়ালি থানার দলিল থেকে করা হয়েছিল। বাকি দু'টো ছিল অনুমান। জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে বলেছিলেন যে, বাংলার রাজধানীতে লোকসংখ্যা ৫০ হাজার। তিনি সম্ভবতঃ শুধু আমালা আর সৈন্যদের কথাই বলেছিলেন। মীর্জা নথানের হিসাব অনুযায়ী মসনদদার, সৈন্য আর আমলাদের ধরলে সরকারী লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ঐ ৫০ থেকে ৬০ হাজার। আর সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী, বণিক ইত্যাদি হিসাব করলে দাঁড়ায় প্রায় এক লাখ সোয়া লাখ।

১৬৪০ সালে শহর দ্বিগুন হওয়ার লোকসংখ্যা দ্বিগুন হয়ে থাকতে পারে। শায়েস্তা খাঁনের আমলে শহর বেড়ে গিয়েছিল চারগুন। ফলে রাজধানী স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত লোকসংখ্যা আনুমানিক ৫ লাখ হয়েছিল বলে ধারনা করা যায়। পরে রাজধানী সরে গেলে এই সংখ্যা দু'লাখ নেমে এসেছিল।

ঢাকার লোকসংখ্যা এখন ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এতো লোকের ভার বইতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠেছে সে আমলের নন্দিত শহরটির। সৌন্দর্যের হানি হয়েছে মারাত্বকভাবে। গত শতকের গোড়ার দিকে যে ঢাকা আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরু করেছিল তা এখন কিম্ভুকিমাকর রূপ ধারণ করেছে। পুরনো ঢাকাকে এখন প্রেত নগরী বলে মনে হয়। অপরিকল্পিতভাবে রেড়ে ওঠা নূতন ঢাকার প্রেক্ষাপটে তার অবস্থান নিতন্তই হস্যকর মনে হয়। বিপুল জনসংখ্যা আর নগরীর অপরিকল্পিত বিস্তার একদিকে এর সমস্যাকে যেমন বাড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে এই পুরনো, ইতিহাস মুখর শহরের আবেদনগুলোও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশেই অতি যত্ন করে তার ইতহাস আর পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলো ধারে রাখা হয়। আর আমাদের? সোনাগাঁয়ের পানাম নগরীতে ৩ থেকে ৪শ' বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী দালানগুলোতে কিভাবে বস্তি গড়ে তোলা হয়েছে। এরকম উদাহরণ আরো একশ'টা দেয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পরে বুড়িগঙ্গা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে; কিন্তু দম বন্ধ হয়ে আছে আরো অনেক স্থাপনা। আর্মেনিটোলার গীর্জাটির রক্ষণাবেক্ষণে কোন সুষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌঁছে দিন আমাদের মাধ্যমে। এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন।
যে কোন তথ্যের জন্য ও আপনার মতামত জানিয়ে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযেগ করুন। সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

www.bhuiyan.com

হোসানী দালান সংলগ্ন বাজার

আমাদের রাজধানীকে যদি আমর সুন্দরভাবে তার ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ সাজিয়ে রাখতে পারি তাহলে এই প্রাচীন নগর একটা দর্শনীয় শহওে পরিণত হতে পারে।

নদীর ধারে ফরাসীরাও একটি কুঠি করেছিল। সেটি ছিল অহসান মঞ্জিলের পুকুর পড়ে। ফরিদপুরের জমিদারের কাছ থেকে তারা একটি বাড়ি কিনে নিয়েছিল। সেটিই এখনকার আহসান মঞ্জিল। ফরাসিরা একটি বাজার বা গঞ্জ কিনে সেটিকে ফরাশগঞ্জ নাম দিয়েছিল। এটা তখন ছিল ঢাকা শহরের পূর্বসীমানা। পলাশী যুদ্ধের পর ফরাসীদের কুঠি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ১৭৫৬ সাল নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতার ইংরেজ কুঠি দখল করে নিলে ঢাকার ইংরেজ কুঠিও নবাবের হস্তগত হয়। তখন জনস্টন, কার্টিয়ার, হাইভম্যান প্রমুখ ইংরেজ কর্মচারীরা ও ইংরেজ মহিলা ঢাকার কুঠিতে আশ্রয় নেয়।

-: সমাপ্ত :-

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌছে দিন আমাদের মাধ্যমে। এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন। যে কোন তথ্যের জন্য ও আপনার মতামত জানিয়ে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযেগ করুন। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।